তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কালের কণ্ঠ

এসএসসি পরীক্ষা শুরু, কয়েক জেলায় বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা, অথচ পরীক্ষার্থীদের দেওয়া হয়েছে ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্র; তাও পরীক্ষার্থীরা পেয়েছে নির্ধারিত সময়ের পর. আবার নির্ধারিত সময় শেষ হলেও পরীক্ষার্থীদের দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত সময়—এমন নানা বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় গতকাল সোমবার এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি বলছে. সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই এবারের এসএসসি পরীক্ষা

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

এসএসসি পরীক্ষা শুরু

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শুরু হয়েছে। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রথম দিন গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন, 'সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেষ্টা চালাতে পারে কোচিং সেন্টারসহ এমন সব চক্রকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কঠোর নজরদারিতে রেখেছেন। আগে একবারই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। ওই ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাই এবারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো আশঙ্কা নেই।'

অভিভাবকদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'একটি স্বার্থান্বেষী মহল প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে চায়। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়াবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুজব ছড়ানো রোধে ফেসবুক নজরদারিতে রাখছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন।'

তিন হাজার ১৪৩টি কেন্দ্রে গতকাল থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আটটি সাধারণ বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডসহ ১০টি বোর্ডের অধীনে এবার পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ শিক্ষার্থী। তবে প্রথম দিনই অনুপস্থিত ছিল ছয় হাজার ৮২৬ পরীক্ষার্থী। আর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সাত পরীক্ষার্থী ও দুই পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কোনো পরীক্ষা নেই। আগামীকাল বুধবার এসএসসির বাংলা দ্বিতীয় পত্র, মাদ্রাসা বোর্ডের হাদিস শরিফ ও কারিগরি বোর্ডের ইংরেজি-২ বিষয়ের পরীক্ষা হবে।

পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিকসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তবে মন্ত্রী ও সচিব ছাড়া অন্য কেউ পরীক্ষার হলে ঢোকেননি।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র ছাপানো, প্যাকেট করা ও বিতরণ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। মন্ত্রী, সচিব, বোর্ড চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলার কারোরই প্রশ্ন দেখার সুযোগ নেই। ছাপানো প্রশ্ন কারো হাতে এক মিনিটের বেশি থাকে না। ফলে মুখস্থ করারও সুযোগ নেই। আর যে নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে বিজি প্রেস থেকেও প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই।' শিক্ষকদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। কমবেশি পাস করানের ব্যাপারে আমদের কোনো প্রেসার নেই। যে যে-ই নম্বর পাবে, তাকে সে-ই-নম্বর দেবেন।'

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেওয়ার কথা বললেও **মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি** জানান, মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার রায়দক্ষিণ কহিনুর মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের একটি কক্ষে গতকাল ২০১৪ সালের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পরীক্ষার পর বিষয়টি সবার নজরে আসে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা দু-তিনটি প্রশ্নের উত্তরও লিখে ফেলে। পরে প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করা হয়।

হাওরাঞ্চল থেকে আমাদের **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানান, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের পরও প্রায় ৩৫ মিনিট বাড়তি সময় দিয়ে এক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ায় কেন্দ্রসচিব, সহকারী কেন্দ্রসচিব ও কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়কসহ পাঁচ শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কক্ষে দায়িত্বরত দুই শিক্ষককেও পুলিশ আটক করেছে।

জামালপুর প্রতিনিধি জানান, জামালপুরের সরিষাবাড়ী পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রে আধা ঘণ্টা পরে পরীক্ষা শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে দুই শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, গোপালগঞ্জের রামদিয়া কেন্দ্রে দায়িত্বে অবহেলায় কেন্দ্রসচিব মো. জয়নদ্দিনসহ ছয় শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের নকল করতে সহযোগিতা করায় এক শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি জানান, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর এল এম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র বিলম্বে সরবরাহ করায় পাঁচ পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই কেন্দ্রের দায়িত্ব থেকে চার শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।